

১৩.১০.২০১৯

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ (সংশোধিত)-এর খসড়া

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ (সংশোধিত)

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক

1. শিরোনাম
2. সংজ্ঞা
3. উদ্দেশ্য

অধ্যায়-২: ভূমির উৎস, মালিকানা ও ব্যবহার

4. ভূমির উৎস
5. ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণ
6. ভূমির ব্যবহার

অধ্যায়-৩: ভূমি ব্যবহারের অনুমতি

7. উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহার
8. ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন

অধ্যায়-৪: ইজারা

9. আবাসিক প্রবেশপথ
10. বাণিজ্যিক প্রবেশপথ
11. রিফুয়েলিং স্টেশন

অধ্যায়-৫: অন্যান্য ইজারা

13. মৎস্য চাষ
14. কৃষিকাজ
15. সামাজিক বনায়ন
16. স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন

অধ্যায়-৬: বেসরকারি উদ্যোগে মহাসড়কের সৌন্দর্যবর্ধন

অধ্যায়-৭: সাধারণ শর্তাবলী

অধ্যায়-৮: চুক্তি অনুমোদনকারী ও নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

অধ্যায়-৯: বিবিধ

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক

১. শিরোনাম

১.১ এ নীতিমালা “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ (সংশোধিত)” হিসেবে অভিহিত হবে;

২. সংজ্ঞা

- ২.১ ‘মহাসড়ক’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সড়ক নেটওয়ার্কভুক্ত জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক;
- ২.২ ‘ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণ;
- ২.৩ ‘জলাশয়’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন প্রায় সব সময় পানি জমে থাকে এরূপ কোন অব্যবহৃত ভূমি;
- ২.৪ ‘পুকুর’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন চারদিকে পাড়বিশিষ্ট জলাশয়;
- ২.৫ ‘রিসোর্ট’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত কটেজ ও অন্যান্য স্থাপনা;
- ২.৬ ‘অব্যবহৃত ভবন’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত ভবন;
- ২.৭ ‘ইজারা’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে ফি আদায়ের বিনিময়ে অথবা উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থায় উদ্ধৃত সর্বোচ্চ মূল্যে বন্দোবস্ত দেয়া;
- ২.৮ ‘ইজারাদার’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমির ইজারা গ্রহীতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
- ২.৯ ‘ইজারা গ্রহীতা’ অর্থ এ নীতিমালার আলোকে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি ব্যবহারের জন্য ‘ইজারাদার’ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;
- ২.১০ ‘ইজারা কর্তৃপক্ষ’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অথবা এ নীতিমালার আলোকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন পর্যায়ের দপ্তর;
- ২.১১ ‘প্রবেশপথ’ অর্থ মহাসড়ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে নির্মিত ব্যক্তিমালিকানাধীন বাসস্থান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে নির্মিত পথ;
- ২.১২ ‘সামাজিক বনায়ন’ অর্থ ‘সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০১০’ অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমিতে বৃক্ষরোপন;
- ২.১৩ ‘স্ট্যাকইয়ার্ড’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অব্যবহৃত কোন ভূমিতে সাময়িকভাবে সড়ক উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নির্মাণ সামগ্রী রাখার জায়গা;
- ২.১৪ ‘অধিদপ্তর’ অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উক্ত অধিদপ্তরের কোন কর্মচারী বা অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;
- ২.১৫ ‘বিভাগ’ অর্থ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ;
- ২.১৬ ‘মন্ত্রণালয়’ অর্থ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়;
- ২.১৭ ‘মৌজা মূল্য’ অর্থ সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সংরক্ষিত মৌজা ভিত্তিক ভূমির মূল্য;
- ২.১৮ ‘রিফুয়েলিং স্টেশন’ অর্থ পেট্রোল পাম্প, ডিজেল পাম্প, সিএনজি ফিলিং স্টেশন, সার্ভিস স্টেশন, এলপিজি স্টেশন, এলএনজি স্টেশন অথবা যানবাহনে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে এমন স্টেশন;

৩. উদ্দেশ্য

- ৩.১ অধিদপ্তরের ভূমির তথ্য ডিজিটাল ও ম্যানুয়াল উভয় পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও মালিকানা নিশ্চিতকরণ;
- ৩.২ ভূমির রেকর্ডপত্রাদি হালনাগাদকরণ;
- ৩.৩ সাময়িকভাবে অব্যবহৃত ভূমির অবৈধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা সুসংহতকরণ;
- ৩.৪ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে ইজারা প্রদানের মাধ্যমে নন-টেক্স রেভিনিউ আদায়;
- ৩.৫ অব্যবহৃত ভূমির পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন;
- ৩.৬ অধিদপ্তরের ভূমির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

অধ্যায়-৩: ভূমি ব্যবহারের অনুমতি

৭. উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহার

- ৭.১ সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার বা একই প্রকৃতির যে কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের যেমন- অপটিক্যাল ফাইবার লাইন, পানির পাইপ লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, টেলিফোন লাইন, বিদ্যুৎ লাইন ইত্যাদির প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুকূলে অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- ৭.২ এ ধরনের ব্যবহারের অনুমতি সাধারণত বিদ্যমান মহাসড়কের Right of Way (RoW) এর শেষ প্রান্ত বরাবর প্রদান করা যাবে;
- ৭.৩ সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সড়কের ক্ষতিগ্রস্ততার জন্য ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে;
- ৭.৪ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অনুমোদিত রেইট সিডিউল ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে;
- ৭.৫ মহাসড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অন্য যে কোন কাজের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার স্থাপনাসমূহ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে;
- ৭.৬ কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনা/অবকাঠামো অপসারণে ব্যর্থ হলে ঐ স্থাপনাকে পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য করা যাবে এবং অধিদপ্তর এ সকল স্থাপনার বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;
- ৭.৭ সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন সওজ ভূমিতে সৌন্দর্য বর্ধন কাজ করতে চাইলে অনুচ্ছেদ ৭.৫ ও ৭.৬ শর্তসাপেক্ষে অধিদপ্তর সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধনের অনুমতি প্রদান করতে পারবে;
- ৭.৮ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হবে, তবে এ ক্ষেত্রে এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;
- ৭.৯ এককালীন ফি একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৫০%;
- উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, ভূমির পরিমাণ ০.১০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৫০%
- অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.১০ একর × ৫০% = ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা।

৮. ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন

- ৮.১ সড়ক নিরাপত্তা ও যান চলাচলে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না সড়ক অথবা সড়ক সংলগ্ন শুধুমাত্র এমন স্থানে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা যাবে;
- ৮.২ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থান, আকার, স্থাপনের উচ্চতা ও কাঠামোর ডিজাইন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- ৮.৩ মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের নোটিশে আবশ্যিকভাবে সরিয়ে নিতে হবে, অন্যথায় ভেঙ্গে অপসারণ করা যাবে;
- ৮.৪ ভাস্কর্য বা স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের জন্য এককালীন ফি প্রযোজ্য হবে;
- ৮.৫ এককালীন ফি একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ১০%;
- উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, সড়ক দ্বীপের পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ১০%
- অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর × ১০% = ৪০০/- (চারশত) টাকা।

অধ্যায়-৪: ইজারা

৯. আবাসিক প্রবেশপথ

- ৯.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী বাড়ি নির্মাণ করা হলে সেই বসত বাড়িতে যাতায়াতের প্রয়োজনে শুধুমাত্র একটি পথ ব্যবহারের জন্য সড়ক সংলগ্ন অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ৯.২ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ১২ (বার) ফুট এবং পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এ ক্ষেত্রে যাতায়াতের পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;
- ৯.৩ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;
- ৯.৪ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে;
- ৯.৫ বসত বাড়িতে যাতায়াতের পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২০%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২০%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর × ২০% = ৮০০/- (আটশত) টাকা।

৯.৬ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে।

১০. বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ

- ১০.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হলে সেই প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রয়োজনে শুধু মাত্র একটি যাতায়াত পথ ব্যবহারের জন্য সড়ক সংলগ্ন অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে তবে বৃহৎ বা ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় হলে সর্বোচ্চ দু'টি যাতায়াত পথ ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ১০.২ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট এবং পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এক্ষেত্রে যাতায়াত পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;
- ১০.৩ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;
- ১০.৪ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে। প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি একত্রে পরিশোধ করতে হবে;
- ১০.৫ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের প্রবেশপথ নির্মাণের সময় মহাসড়কের সংযোগ স্থলে সার্ভিস লেন নির্মাণসহ সম্পূর্ণ প্রবেশ পথের লে-আউট প্ল্যান অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;
- ১০.৬ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ৩৫%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ৩৫%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর × ৩৫% = ১,৪০০/- (এক হাজার চারশত) টাকা।

১০.৭ বাৎসরিক ইজারা ফি এককালীন ফি'র ১০% হবে;

১১.০ রিফুয়েলিং স্টেশন প্রবেশপথ

- ১১.১ মহাসড়ক আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী নিজস্ব ভূমিতে রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপন করা হলে সেই রিফুয়েলিং স্টেশনে যাতায়াতের প্রয়োজনে প্রবেশ পথ ও বহির্গমন পথ হিসেবে সড়ক সংলগ্ন অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ভূমি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) বছর মেয়াদে নবায়নযোগ্য ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ১১.২ এ ক্ষেত্রে ১(এক)টি প্রবেশপথ ও ১(এক)টি বহির্গমন পথ প্রদেয় হবে, যার প্রতিটির উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) ফুট এবং পথের ঢালের অনুপাত হবে ১:২। এক্ষেত্রে যাতায়াত পথের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশি হতে পারবে না;
- ১১.৩ রিফুয়েলিং স্টেশনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথ নির্মাণের সময়েই পানি প্রবাহের জন্য ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে অধিদপ্তরের নকশা অনুযায়ী পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে;
- ১১.৪ সড়ক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যে চলাচলের স্বার্থে জ্বালানী স্টেশন হতে সড়কে সরাসরি প্রবেশ করা যাবে না, এর জন্য অধিদপ্তরের অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী সার্ভিস লেন ইজারা গ্রহীতাকে নিজ খরচে নির্মাণ করতে হবে;
- ১১.৫ রিফুয়েলিং স্টেশনে প্রবেশ ও বহির্গমন পথের জন্য এককালীন ফি এবং বাৎসরিক ইজারা ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে; প্রথম ইজারার সময় এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা মূল্য একত্রে পরিশোধ করতে হবে;
- ১১.৬ রিফুয়েলিং স্টেশনে যাতায়াত পথের এককালীন ফি বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২৫%;

উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, ভূমির পরিমাণ ০.০৪ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে : মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২৫%
অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.০৪ একর × ২৫% = ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা।

- ১১.৭ বাৎসরিক ইজারা ফি হবে এককালীন ফি'র ১০% হবে;
- ১১.৮ এ নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের ভূমিতে নতুন করে কোন রিফুয়েলিং স্টেশন স্থাপনের জন্য ভূমি ইজারা দেয়া যাবে না;
- ১১.৯ এ নীতিমালা জারীর পূর্বে ২০০৪ সালের বা তৎপূর্বের নীতিমালা অনুযায়ী অধিদপ্তরের ভূমিতে স্থাপিত সিএনজি ও পেট্রোল পাম্পের ক্ষেত্রেও পরবর্তী নবায়নের সময় থেকে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে এবং প্রবেশ ও বহির্গমন পথসহ সম্পূর্ণ ভূমির জন্য এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি উভয়ই প্রযোজ্য হবে;
- ১১.১০ নতুন প্রবেশ ও বহির্গমন পথ অনুমোদনের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সর্বোচ্চ প্রতি কিলোমিটারে ২ (দুই) টি এবং পৌর এলাকায় প্রতি কিলোমিটারে ১ (এক) টি ও অন্যান্য এলাকায় প্রতি ৫ (পাঁচ) কিলোমিটারে সর্বোচ্চ একটি রিফুয়েলিং স্টেশনের জন্য প্রবেশ ও বহির্গমন পথের অনুমোদন দেয়া যাবে।

অধ্যায়-৫: অন্যান্য ইজারা

১২. মৎস্য চাষ

- ১২.১ মহাসড়কের পার্শ্ব ব্যতীত অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মৎস্য চাষের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত জলাশয় অথবা পুকুর অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে মৎস্য চাষের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ১২.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের এক দশমাংশের কম হতে পারবে না;

১৩. কৃষিকাজ

- ১৩.১ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন কৃষিকাজের উপযোগী আপাতঃ অব্যবহৃত ভূমিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বছর বছর নবায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে কৃষি কাজের জন্য ইজারা প্রদান করা যাবে;
- ১৩.২ উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়িত সর্বোচ্চ দরদাতার নিকট ইজারা প্রদান করা যাবে। তবে উদ্ধৃত দর বিবেচনাধীন মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের এক দশমাংশের কম হতে পারবে না;
- ১৩.৩ ইজারা গ্রহীতাকে কৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ভূমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিজ খরচে করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই পানির প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা যাবে না;

১৪. সামাজিক বনায়ন

- ১৪.১ সামাজিক বনায়ন বিধিমালা, ২০১০ অনুযায়ী অধিদপ্তরের অব্যবহৃত ভূমিতে বা রাস্তার পার্শ্বের ভূমিতে বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে। তবে এক্ষেত্রে অধিদপ্তরের লিখিত পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;
- ১৪.২ অধিদপ্তর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়/প্রকল্পের মাধ্যমে অব্যবহৃত ভূমিতে বা রাস্তার পার্শ্বের ভূমিতে জনসাধারণ ও যান চলাচলের বিঘ্ন না ঘটিয়ে বৃক্ষরোপন/বনায়ন করতে পারবে;
- ১৪.৩ সড়ক নিরাপত্তার প্রতি ঝুঁকি সৃষ্টি করে এমন স্থানে অথবা সড়কের সোল্ডারে কোন বৃক্ষরোপন/বনায়ন করা যাবে না;

১৫. স্ট্যাকইয়ার্ড স্থাপন

- ১৫.১ অধিদপ্তরের মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের আবেদনক্রমে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ অব্যবহৃত ভূমি সাময়িকভাবে স্ট্যাকইয়ার্ড হিসেবে ব্যবহারের নিমিত্ত কাজের চুক্তিকালীন সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে সরকারী ফি আদায়পূর্বক ইজারা প্রদান করতে পারবে;
- ১৫.২ স্ট্যাকইয়ার্ড ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুর্ধ্ব ১ (এক) বছরের জন্য শুধুমাত্র এককালীন ফি আদায়যোগ্য হবে, এককালীন ফি বিবেচনামূলক মৌজার একই শ্রেণীর ভূমির মৌজা মূল্যের আলোকে নির্ধারিত হবে। এক্ষেত্রে এ হার হবে ২৫%;
- উদাহরণ: ভূমির শ্রেণী নাল, সড়ক দ্বীপের পরিমাণ ০.৫০ একর ও মৌজা মূল্য প্রতি একর (১০০ শতাংশ) ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা। এক্ষেত্রে এককালীন ফি হবে: মৌজা মূল্য × ভূমির পরিমাণ × ২৫%
- অর্থাৎ ১,০০,০০০ টাকা × ০.৫০ একর × ২৫% = ১২,৫০০/- (বারো হাজার পাঁচশত) টাকা।
- ১৫.৩ ইজারা মেয়াদ ১ (এক) বছরের বেশী হলে বাৎসরিক ইজারা ফি দিতে হবে যা এককালীন ফি'র ১০% হবে;
- ১৫.৪ নির্দিষ্ট ইজারা মেয়াদের মধ্যে ঠিকাদারের সমুদয় মালামাল ঠিকাদার কর্তৃক বিনা ব্যর্থতায় অপসারণ করতে হবে; অন্যথায় এ সমস্ত মালামাল সরকারী মালামাল হিসেবে গণ্য হবে;

অধ্যায়-৬: বেসরকারী উদ্যোগে মহাসড়কের সৌন্দর্যবর্ধন

- ১৬.১ মহাসড়কের অব্যবহৃত অংশ ও সড়কদ্বীপসমূহের সৌন্দর্যবর্ধন কাজ যেমন, দৃষ্টিনন্দন গাছ লাগানো ও পরিচর্যা, ফুটপাথ সংস্কার ও লাইটিং, পাবলিক টয়লেট স্থাপন, পথচারীদের বসার বেঞ্চ, উন্নতমানের ডাস্টবিন, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, প্রাথমিক চিকিৎসা বুথ, তথ্য কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্বলিত ভাস্কর্য, মুর্যাল ও ফাউন্টেন নির্মাণ/স্থাপন ইত্যাদির নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যাবে। উক্ত সৌন্দর্যবর্ধন কাজের অংশ হিসেবে স্থাপিত ডিজিটাল সাইন/টিভিতে সড়ক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক আইন-কানুন, সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রচারণা ইত্যাদি করা যাবে।
- ১৬.২ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এ সংক্রান্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ নির্ধারিত ফরমে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর আবেদন দাখিল করবে;
- ১৬.৩ প্রস্তাব দাখিলের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সৌন্দর্যবর্ধন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির বিস্তারিত ডিজাইন উল্লেখ করবে; এতদুদ্দেশ্যে সৌন্দর্যবর্ধন কাজের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হতে বাৎসরিক ভিত্তিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য অর্থের পরিমাণ আবশ্যিকভাবে উদ্ধৃত করবে;
- ১৬.৪ এ ধরনের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ কোনভাবেই মহাসড়কে যান চলাচল বা সড়ক নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না;
- ১৬.৫ এ ধরনের সৌন্দর্যবর্ধন কাজের মেয়াদ একাধারে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বছর হবে;
- ১৬.৬ মহাসড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অন্য যে কোন কাজের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তার স্থাপনাসমূহ অধিদপ্তরের বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে নিজ খরচে সরিয়ে নিতে বাধ্য থাকবে;
- ১৬.৭ সৌন্দর্যবর্ধন কাজে নিয়োজিত কোন প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্থাপনা অপসারণে ব্যর্থ হলে ঐ স্থাপনাকে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং অধিদপ্তর এ সকল স্থাপনা বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

১৬.৮ মহাসড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ বা রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করতে হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এ বাবদ কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না;

১৬.৯ নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্দেশ্যে নির্মিত কাঠামো/অবকাঠামোসমূহ মেয়াদ পূর্তির পর অধিদপ্তরের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে;

অধ্যায়-৭: সাধারণ শর্তাবলী

১৭. শর্তাবলী

১৭.১ ইজারার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর নির্ধারিত ফরম প্রস্তুত/সংশোধন/পরিমার্জন করতে পারবেন;

১৭.২ মৎস্য, কৃষি কাজ ও সামাজিক বনায়নের জন্য ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে ইজারা ভূমির সংলগ্ন ভূমির মালিকগণ অগ্রাধিকার পাবেন। তবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি লীজ গ্রহণে আগ্রহী না হলে বা উদ্ধৃত মূল্য কম হলে প্রার্থীত ভূমির নিকটবর্তিতা অনুসারে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হবে;

১৭.৩ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীকে উদ্ধৃত সম্পূর্ণ মূল্য Magnetic Ink Character Reader (MICR)/ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার হিসেবে দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। প্রাপ্ত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের সঠিকতা যাচাই করে অকৃতকার্য অংশগ্রহণকারীর ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক অবমুক্ত করে দেয়া হবে;

১৭.৪ কৃষি ও মৎস্য চাষের ইজারা বাংলা সন ভিত্তিক হবে;

১৭.৫ প্রথম ইজারার আবেদন প্রক্রিয়াকরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এই মর্মে সন্তুষ্ট হবেন যে, প্রত্যাশিত ভূমির বিপরীতে কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন নেই এবং ইজারা প্রক্রিয়াকরণ করা হলে আদালত অবমাননার কোন আশংকা নেই। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীকে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্রও প্রস্তাবের সাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করতে হবে;

১৭.৬ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, “মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে ইজারা গ্রহীতা কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন;

১৭.৭ ইজারা চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও করাদি পরিশোধ করতে হবে;

১৭.৮ সকল ইজারা গ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। প্রত্যেক চুক্তিপত্রের সাথে ভূমির অনুমোদিত উন্নয়ন নকশা সংযুক্ত রাখতে হবে এবং নকশাটি চুক্তির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। চুক্তিপত্রে ভূমির পরিমাপ একরে উল্লেখ করে ভূমির তফসিল [মৌজার নাম, খতিয়ান নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস, হাল জরিপ ও চৌহদ্দী), দাগ নম্বর (সিএস, আরএস, বিএস, হাল জরিপ ও চৌহদ্দী)] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অন্যথায় চুক্তি সম্পাদন করা যাবে না;

১৭.৯ সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সংলগ্নীসহ প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

১৭.১০ ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;

- ১৭.১১ ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;
- ১৭.১২ ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;
- ১৭.১৩ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের স্বার্থে অধিদপ্তর সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে পারবে বা ইজারাকৃত ভূমির ব্যবহার বন্ধ রাখতে পারবে ;
- ১৭.১৪ কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- ১৭.১৫ ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
- ১৭.১৬ চলমান ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ৪ (চার) মাস পূর্বে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। এক্ষেত্রে পুনরায় এককালীন ও বাৎসরিক ফি নির্ধারিত হবে এবং সে অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে;
- ১৭.১৭ ইজারাকৃত ভূমি মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন থাকলে নবায়নের আবেদন বিবেচনা ও প্রক্রিয়া করা যাবে না;
- ১৭.১৮ ইজারার চলমান মেয়াদ শেষ হওয়ার ন্যূনতম ১ (এক) মাস পূর্বে পুনঃইজারার কার্যক্রম শেষ করতে হবে;

অধ্যায়-৮: চুক্তি অনুমোদনকারী ও নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

ক্রমিক	বিষয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	নবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	উন্নয়নমূলক কাজে ভূমি ব্যবহার	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
২.	ভাস্কর্য ও স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	প্রযোজ্য নয়
৩.	আবাসিক প্রবেশ পথ	সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর
৪.	বাণিজ্যিক প্রবেশ পথ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সংশ্লিষ্ট সড়ক জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
৫.	রিফুয়েলিং স্টেশন প্রবেশ পথ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৬.	মৎস্য চাষ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)
৭.	কৃষিকাজ	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)
৮.	সামাজিক বনায়ন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৯.	স্ট্যাকহইয়ার্ড স্থাপন	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জোন)
১০.	বেসরকারী উদ্যোগে মহাসড়কের সৌন্দর্যবর্ধন	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

অধ্যায়-৯: বিবিধ

১৮. আদায়কৃত এককালিন ও বাৎসরিক ইজারা ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
১৯. ইতোপূর্বে সম্পাদিত সমুদয় ইজারা এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকবে, তবে ইজারা ফি **সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ (সংশোধিত)** অনুযায়ী পুনঃনির্ধারন করতে হবে। পরবর্তী নবায়নের তারিখ হতে এই ইজারা ফি কার্যকর হবে;
২০. সরকার, গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, সময় সময় এ নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করতে পারবে;
২১. “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন এবং পেট্রোল পাম্প ও ডিজেল পাম্প স্থাপনের জন্য সড়ক ও জনপথ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের জমির ইজারা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৪” এবং “সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের জমি-জমা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০০৫” এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনাসমূহ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ গেজেট আকারে প্রকাশের পর বাতিল হয়েছে। বর্তমান সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ (সংশোধিত) জারীর পর পূর্ববর্তী নীতিমালাদ্বয় এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত চলমান কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত থাকবে এবং উক্ত কার্যক্রম এ নীতিমালা লার আওতায় **গৃহীত** বলে গণ্য হবে।